অগ্নিভ্রমর Ⓐ
তানাকা চিত্রম নিবেদিত
অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত

অগ্নিভ্রমর

নিবেদন

তানাকা চিত্রম্

কাহিনী

চিত্রনাট্য ও

পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

সংগীত

নচিকেতা ঘোষ

পরিবেশনা

পিয়ালী পিক্‌চার্স

প্রযোজনা : চিত্রা গাঙ্গুলী।

গীতিকার :—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত। শব্দযন্ত্রী : অতুল চট্টোপাধ্যায় অবনী চট্টোপাধ্যায় অনিল দাশগুপ্ত, প্রবীর মিত্র। সম্পাদনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা : সুধীর খাঁ। কর্মসচিব : শম্ভুনাথ মুখার্জী। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর। সাজসজ্জা : আর্ট ড্রেসার। সঙ্গীত গ্রহন ও পুনঃশব্দ যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ। রসায়নাগারিক : ধীরেণ দাশগুপ্ত।

প্রচার : ঈশ্বরীপ্রসাদ শর্ম্মা

প্রচার পরিকল্পনা : বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী

কণ্ঠ সঙ্গীতে : মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও স্বপ্না দাশগুপ্তা।

ঃঃ সহকারী ঃঃ

পরিচালনা : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, জহর ও মান্টু।

চিত্রশিল্প : সুখেন্দু দাশগুপ্ত ও বিশ্বজীৎ ব্যানার্জ্জি।

শব্দযন্ত্র : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ও বাবাজী শামল।

সম্পাদনা : অনিল দাস। সঙ্গীত : ভি, বালসারা।

ব্যবস্থাপনা : অনিল দে।

রূপসজ্জা : বিজয় নন্দন।

সাজ সজ্জা : বিষ্টু দাস।

পটশিল্প : জগবন্ধু সাউ।

রসায়নাগারিক : জ্ঞান ব্যানার্জ্জী, কমল দাস, কালী বোস, বাদল দাস, শম্ভু দাস, সুনীল ব্যানার্জ্জী

সঙ্গীত গ্রহন ও পুনঃ শব্দযোজনা : বলরাম বারুই ও প্রভতি বর্মন।

আলোক নিয়ন্ত্রনে : শম্ভু, নিতাই, হরিপদ, শৈলেন, জওসিং ও গুননিধি।

দৃশ্যপট নির্ম্মান : হেমচন্দ্র, মজিদ, বিশা, প্রভাকর, রামপিয়ারী, নারায়ণ, রতন, ভালু, পূর্ণা, আশু, রামওঝুর ও কালীপদ।

ঃঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃঃ

ডাঃ দিলীপ রায় চৌধুরী, শ্রীঅরুণ রায় চৌধুরী। অমিতাভ রায় (ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাব)। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন (তারাতলা রোড) শ্রীব্যোমকেশ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী নিলীমা দাশগুপ্তা (কেয়াতলা) শ্রী বি, কে, সাহা, আই, পি, এস ডি, সি সাউথ কলিকাতা পুলিশ। রত্নেশ্বর চ্যাটার্জ্জী ইষ্টান রেলওয়ে(শিয়ালদা ডিভিসন)। তরুন ব্যায়াম সমিতি (বাগবাজার) পশ্চিম বঙ্গ পূর্ত্ত ও সড়ক বিভাগ (ইলাম বাজার) মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী ঃ (তারাতলা রোড), সুধীন্দ্র লাল ব্যানার্জ্জী (পশ্চিম পুটিয়ারী)।

এস, এস, সি, এস (এন; টি ২নং) ও টেক্‌নিসিয়াম্স্ স্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্মসার্ভিসেস ল্যাবোরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

ঃঃ ভূমিকায় ঃঃ

সন্ধ্যা রায় ঃ কৌশিক বসু ঃ কমল মিত্র ঃ পদ্মাদেবী ঃ উৎপল দত্ত পাহাড়ী স্যান্যাল ঃ মলিনা দেবী কালী ব্যানার্জী ঃ চন্দ্রাবতী ঃ শোভা সেন ঃ বিদ্যারাও ঃ অঙ্কন্তা ভট্টাচার্য্য তপতী ঘোষ ঃঃ মিসেস দীপা সিন্‌হা (অতিথি) ঃঃ শ্যামল ঘোষাল (অতিথি) নিমু ভৌমিক ঃঃ চিন্ময় রায় (অতিথি) অরুন চৌধুরী ঃঃ অশোক মিত্র ঃঃ দুর্গাদাস ব্যানার্জী ঃঃ আনন্দ মুখার্জী ঃঃ শম্ভু ভট্টাচার্য্য ঃঃ ইন্দু ঃঃ সৈকত ঃঃ বুবু তপন ঃঃ ভানু ঃঃ চন্দন ঃঃ জ্যাম

যোগেশ ঃঃ লক্ষ্মী ঃঃ রজত ঃঃ উৎপল প্রভাস ঃঃ সমর ঃঃ অমর ঃঃ রবীন চক্রবর্ত্তী (মিঃ ইণ্ডিয়া) ও সম্প্রদায় হারাধান পাত্র ঃঃ ডাবু ঃঃ শক্তি

ও

একটি বিশেষ চরিত্রে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিভ্রমর

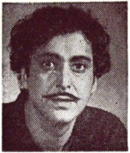

কাহিনীর নাম 'অগ্নিভ্রমর'—!

একে ভ্রমর—, তায় অগ্নি! মানে……না থাক, ছবি দেখেই নিজেই বিচার করতে পারবেন। আমি শুধু কাহিনীর একটুখানি পরশ দিয়ে যাচ্ছি—,

বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট (শিল্পপতি) রাজীব চট্টোপাধ্যায়, যেমন তাঁর রাশভারী চেহারা তেমনি তাঁর দাপট। একমাত্র ছেলে শঙ্কর, এম-কম-এ ভাল রেজাল্ট করে বাবার ফার্মেই ব্যবসা বাণিজ্য শিখছে। খুব শিগগির বাবা তাকে বিলেত পাঠাবেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেণিং-এর জন্যে। বাবার ইচ্ছে পাশটাশ করে এলে ছেলেকে ব্যবসায় বসিয়ে তাঁরই এক নামী ব্যবসায়ী বন্ধুর মেয়ে কুন্তলার (যে এখন বিলেতে পড়াশুনো করছে) সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

কিন্তু শঙ্কর already প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে স্থানীয় এক প্রফেসরের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে সে খবর তো আর তিনি জানতেন না। অতএব ফলম্ ফলৌ ফলাঃ— কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। গৌরী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আর শঙ্কর বিত্তবানের একমাত্র সুদর্শন পুত্র, তাও আটকাতো না। ঐ রাশভারী বাবা স্ত্রীর কথায় রাজী হয়েছিলেন একটা কথা ভেবে গরীবের মেয়েকে বউ করে ঘরে তিনি ইলেকশনের প্রচারে লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গৌরীর মায়ের মনে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দেখাদিতেই সব ভেস্তে গেল।

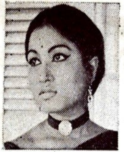
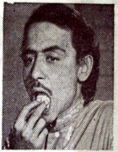

গল্প

বিয়ে হবে না ওদের কোন দিনও—কিন্তু প্রেম ? এরপর এলেন ফ্যালাদা। এক অদ্ভুত চরিত্র ! সেই ফ্যালাদা লুকিয়ে ওদের রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ দিতে এগিয়ে এলেন। এমন Lovely Pair এদের Connection করে না দিলে বসুমাতা যে কুপিতা হবেন। কিন্তু ওদের প্রেমের ভাগ্যাকাশে তখনও দুর্যোগের ঘনঘটা। কাজেই বিয়ের দিনস্থির হওয়া সত্বেও একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বিয়ে হল না।

গৌরীর মা এদিকে তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে মস্ত বড় ঘরের পাত্র ঠিক করে মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন বিয়ে দিতে। রাজীব চাটুজ্যেকে তিনি দেখাবেন তার ক্ষমতা কতখানি।

শঙ্কর আর গৌরী দমবার নয় ঠিক হলো রাত ২৷৷৹টা সময় যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামবে গৌরীও সেখানে নেবে পড়বে।

তারপর ?

রাজীববাবু এদিকে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন তার ছেলে মিসিং। রাত ২৷৷৹টের সময় শঙ্কর অপেক্ষা করল কিন্তু ট্রেণ ছেড়ে দিলেও গৌরী নামতে পারল না, কেন ?

এরপর এলেন ঝিন্টু চৌধুরী (সৌমিত্র) যিনি ঐ অঞ্চলের সকলের প্রিয়পাত্র, ভয়ের বস্তু, ভালবাসবার মত ছেলে।

এই ঝিন্টুই হল শঙ্কর আর গৌরীর মিলনের সেতু। এই মজাদার ঘটনাটুকু আর বলতে ইচ্ছে করছে না। দয়া করে ছবিটি দেখে সে আনন্দ উপভোগ করুন।

অগ্নিভ্রমর গান

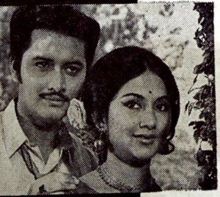

গান ঃঃ এক

শঙ্কর : ভয় পেলে বাঙ্গালীরা বলে ওঠে
বাবারে বাবারে বাবা,
হিন্দিতে বলে পিতাজী
মুসলিম বলে আববা
যেন সে বাঘের থাবা।
শক্ত পাথর রক্ত নেত্র
চটলে বাধায় কুরুক্ষেত্র
থামেনা—
থামেনা থামেনা হায়রে কিছুতে
বুকের এ ওঠা নাবা।

গৌরী : হাতের পাঁচটা আঙুল একই রকম নয়
সব বাবা আর কেমন করে একই রকম হয়,
যেমন ধর—
আমার বাবা ঠাণ্ডা বাবা

শঙ্কর : আর আমার বাবা গরম
আমার বাবা কঠিন বাবা

গৌর : আর আমার বাবা নরম

শঙ্কর-গৌরী : গজে খুব করে ছিনিমিনি খেলে
মোদের প্রেমের দাবা
বাবারে বাবারে বাবা—

শঙ্কর : ওরে বাবা

সমবেত : বাবারে—বাবারে—বাববা—

গান ঃঃ দুই

শঙ্কর : আরে মানে টানে গুলি মারো,
চাইনা কোন কথা মানতে
চাইন আর কিছু জানতে
সোজা সুজি চলে যাবো
বিয়ের দলিলটা আনতে
তোমায় টানতে টানতে টানতে
আমি অত ভীরু নই—দলিলে করে সই
বিয়েটা যে পাকাপাকি করবো
বাঁচি কিম্বা মরবো
হনিমুনে চলে যাবো প্রান্তে
তোমায় টানতে টানতে টানতে।

পেট্রল পাম্প এসিস্ট্যান্ট : ক'লিটার ক'লিটার ক'লিটার

শঙ্কর : ছয়—তার বেশী নয়!
হালো, কে ফেলুদা বড্ড দেরী হয়ে গেলো

ফেলুদা : নচ্ছাড় ইডিয়েট এসো কান মলছি
সেই থেকে বসে বসে রাগে শুধু জলছি
যা বলার ঝেড়ে কেসে ফ্যালো

শঙ্কর : রাসভারি কর্ত্তার নজরটা এড়িয়ে
কি করে আসি বল খুশী মত বেরিয়ে
এক্ষুনি আসছি আজকেই হবে সই
প্রিজ দাদা রেগো নাকো আনছি কিনে দই।

ফেলুদা : কি করে জানলি ভালবাসি আমি দই খেতে

শঙ্কর : কত সাধনা করেছি তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই পেতে
ফেলুদাদা বসে আছে আমাদেরই জন্যে
মনটাকে বেঁধে নিয়ে চলো ওগো কন্যে
গৌরী : ভালোবেসে পড়োয়াতো করি নাগো কিছুরই
আনন্দে ভয়ে মিসে হয়ে গেছি খিচুড়ি।
ফেলুদা : এখনো ভেবে দ্যাখো ঘামছো যে দরদর
হয়নি তো নড়চড়
এর পরে সব কিছু হয়ে যাবে গড়বড়
করো নাকো তড়বড়।
শঙ্কর : আরে না না না—ফেলুদা
এ প্রেম যে খাঁটি সোনা হাজারে একটি মেলে।
বুক ধক্ ধুক করলেও
ভয়ে ভয়ে মরলেও
করবো তো সই হেসে খেলে
ফেলুদা : সাবাস্!
আর নেই কোন চিন্তা
এই খানে সই করে নাচো তা ধিন্‌তা
ভালো যাবে দিনটা

গান ঃঃ তিন

ভালো বেসে হেসেছি
ভালো বেসে কেঁদেছি
ভালো বেসে জেনেছি,
ভালো বাসায় সত্যি আছে ভুলও আছে হায়
ভালো বাসায় কাঁটা আছে আবার ফুলও আছে হায়।
মনে পড়ে চোখের কথা মুখের ভাষা হল
সেই ভাষা অবশেষে ভালো বাসা হল।
যখন তুমি রক্ত গোলাপ খোঁপায় গুঁজে ছিলে
মনে হল সিঁথিতে মোর সিঁদুর এঁকে দিলে
আর আজ মনে হয়।
ভালো বাসায় মালা আছে জ্বালা আছে হায়
ভালো বাসায় কাঁটা আছে আবার ফুলও আছে হায়।
চিঠি—চিঠি—চিঠি এলো—
কত সে আশা নিয়ে চিঠি এলো
কত সে স্বপ্ন নিয়ে চিঠি এলো
কলম সানাই হয়ে বেজে উঠল
আহা মন যে বধূ হয়ে সেজে উঠল
তবু ভয় সংশয় কি যে হয়—কি যে হয়—কি যে হয়
আজ ভাবি—শুধু ভাবি—

গান ঃঃ চার

জানোয়ার বনেই শুধু থাকে না
জানোয়ার বনেও থাকে
জানোয়ার মনেও থাকে।
হায়নার চোখ দুটো চক্ চক্ করে
লক্‌লকে জিভে তার লালা শুধু ঝরে
হাসি তার সর্বনাশী
তার চেয়ে ভয়ানক মানুষের হাসি।
ঝক্‌মকে পোষাকটা মানুষ যে পরে
তার নীচে হিংস্র বাঘ বাস করে
বন্য আগুনে মেশা
মানুষের রক্তে অরণ্য নেশা—

পিয়ালী পিকচারসের প্রচার বিভাগ হইতে, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রচারিত ৩২, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
শ্রীসুধীর ব্যানার্জী কর্ত্তৃক রেডিয়েণ্ট কমার্শিয়াল এণ্টারপ্রাইস কলিকাতা-১ হইতে মুদ্রিত।